ভোরের কাগজ

তারিখ FEB. 3.. 1999 ... ...

শামসুন্নাহার হল : আনন্দবেদনার রজত জয়ন্তী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের ২৫ বছর পূর্তি উৎসবে সমবেত হয়েছিল নতুন পুরোনো মিলিয়ে কয়েক হাজার ছাত্রী। ফেলে আসা দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে কাটিয়ে দিয়েছে তারা দুটো দিন- ৩০ ও ৩১ জানুয়ারি। শুধু স্মৃতি আলোচনাই নয়, নাচ, গান করে ভরিয়ে দিয়েছে পুরোটা সময়। মা এসেছে মেয়ের হাত ধরে, বউমার সঙ্গে এসেছে শাশুড়ি, হারানো বান্ধবীরা এসেছে দলবেঁধে- কেউ এসেছে স্বামীকে সঙ্গে করে। শামসুন্নাহার হলের রজত জয়ন্তী নিয়েই এই লেখা।

১৯৭২ সালে দুটি অসমাপ্ত তিনতলা ভবন নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়া হলের পাশে প্রতিষ্ঠিত হয় শামসুন্নাহার হল। একতলায় ডান পাশে কমনরুম আর বাঁপাশে ডাইনিং রুম। একতলায় দুটি ছোট কক্ষ মিলিয়ে বানানো হয়েছে হাউস টিউটরস অফিস। ক্যান্টিন তখনো হয়নি— লাইব্রেরিও নেই। অডিটরিয়াম তৈরির কাজ চলছে। সে সময় রোকেয়া হলের ১৪/১৫ জন কর্মচারী আর তাদের পরিবার-পরিজনের মাথার খুলি খুঁজে পাওয়া বধ্যভূমিসহ ছড়িয়ে থাকা হলের চারপাশে খোলা জায়গায়। মাঝখানে রং ওঠা লাল টিনের চৌচালা অস্থায়ী ক্যান্টিন।

হল উদ্বোধন

১৯৭২ সালের ২ আগস্ট স্বাধীন বাংলাদেশে শামসুন্নাহার হলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী।

কোনো পরম পাওয়াই যেমন আন্দোলন ছাড়া অর্জন করা যায় না, তেমনি শামসুন্নাহার হলও ছিল ছাত্রীদের আন্দোলনের ফসল। রোকেয়া হলে সিট সমস্যা তীব্র হওয়ায় ছাত্রীরা আরো আসনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রীদের আন্দোলনের মুখে কর্তৃপক্ষ নিরুপায়। রোকেয়া হলের তিন শয্যার কামরাকে চার শয্যাতে রূপান্তরিত করা হলো। আপাতত সমস্যার সমাধান হলেও দাবি উঠলো আরেকটি ছাত্রী নিবাসের। দ্বিতীয় এই ছাত্রী হলটি গড়ে ওঠার পিছনে যার শ্রম ও সযত্ন প্রয়াস কাজ করেছে তিনি হলেন রোকেয়া হলের তৎকালীন প্রভোস্ট মিসেস আক্তার ইমাম।

রোকেয়া হলে ছাত্রীসংখ্যা দ্রুত বাড়ছিল। হলে আবাসিক ছাত্রীদের স্থান সংকুলান অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। তখন ২৮৮ জন ছাত্রী নতুন হলের নির্মাণাধীন ভবনে উঠে যায়। আর সে থেকেই চালু হয়ে গেলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ছাত্রী হল শামসুন্নাহার হলের।

বর্তমানে যে দেয়ালটি রোকেয়া ও শামসুন্নাহার হলকে ভাগ করেছে, শুরুর দিকে তা ছিল না। দুটি হলের মাঝখানে ছিল একটি পুকুর। সেই পুকুর একদিন ভরাট করে তৈরি করা হলো খেলার মাঠ।

বর্তমান হলের ছবি

পরবর্তীকালে নির্মাণ করা হলো আরেকটি ভবন। বর্তমানে তিনটি পাঁচতলা ভবনে ৫৮৮টি আসনে ১ হাজার ৩৬ জন ছাত্রী রয়েছে। শামসুন্নাহার হলের বর্তমান প্রাধ্যক্ষা রজতজয়ন্তী উপলক্ষে বলেন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে এদেশে উচ্চ শিক্ষার যে দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে তার একটি নিদর্শন হলো শামসুন্নাহার হলের প্রতিষ্ঠা। এদেশে উচ্চ শিক্ষাতে মেয়েদের অনুপাত অনেক উন্নত দেশের চেয়ে শ্রেয়। তবু সমস্যা থেকে গেছে, কিছুটা বৈষম্যের, কিছুটা নিরাপত্তার। সম্মানের সঙ্গে একটা নিঃসঙ্গ পরিবেশে মেধা-মনন ও সুরুচির পূর্ণ বিকাশের জন্য যে সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠা হওয়া প্রয়োজন আমরা হয়তো এখনো সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারিনি। এ হলের পুরোনো ছাত্রীরা অনেকেই আপন ক্ষেত্রে সুপরিচিত। যারা এখনো ছাত্রী তারাও একদিন কর্মক্ষেত্রে নিজের অবদান রাখবে। শুধু নিজের বিশেষ জীবিকাতে নয়, তারা সবাই নতুন প্রজন্মের জন্যও একটা কার্যকর ভূমিকা রাখবে। তাদেরকে প্রেরণা ও সুপরামর্শ দেবে এবং সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাদের অগ্রযাত্রায় বন্ধুর মতো পাশে এসে দাঁড়াবে।

শামসুন্নাহার হলের রজতজয়ন্তীতে যেসব অনুষ্ঠানমালা : ৩০ জানুয়ারি, শনিবার— ছাত্রীদের বিশেষ র‍্যালি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমন এবং বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের ভাস্কর্য উদ্বোধন। শিক্ষামন্ত্রী উদ্বোধন করবেন কম্পিউটার ল্যাব, চারুকলা প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ। ৩১ জানুয়ারি, রোববার— মীনাবাজার উদ্বোধন। ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিতর্ক অনুষ্ঠান।

পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার আনন্দই অন্যরকম। কত কথা। কত স্মৃতি। কিন্তু সময়তো বদলে গেছে। কোলে এসেছে সন্তান। সেই সন্তানকে নিয়েই আড্ডায় এসেছে মা

আনন্দ আর আনন্দ। বয়স মানেনি কোন বন্ধন। সেদিন যেন তারা হারিয়ে গিয়েছিল যৌবনের সোনালী দিনগুলোতে

সেই মহিয়সী নারীর কথা

বাঙালি মুসলিম নারী মুক্তির আন্দোলনে বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের নাম চিরস্মরণীয়। দেশের নারীসমাজের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও নারী শিক্ষার আন্দোলনে নিবেদিত এই মহিয়সী নারীর নামে প্রতিষ্ঠিত হয় শামসুন্নাহার হল। বেগম রোকেয়ার প্রত্যক্ষ অভিভাবকত্ব লাভ করেছিলেন এবং আজীবন তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন বেগম শামসুন্নাহার। তিনি পর্দাপ্রথা ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে ম্যাট্রিক পাস করেছিলেন। শুধু ম্যাট্রিক পাসই নয়, তিনি শতকরা ৮০ ভাগ নম্বরও পেয়েছিলেন। এরপর তিনি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯২৮ সালে এইচএসসি পাস করেন। দীর্ঘ বিরতির পর ১৯৪২ সালে এমএ পাস করেন। যে সময়ে সামাজিক বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেছিলেন। সে সময়ে মেয়েরা ছিল পর্দার অন্তরালে।

বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ

১৯০৮ সালে নোয়াখালী জেলার একটি সম্ভ্রান্ত ও সংস্কৃতিবান পরিবারে শামসুন্নাহারের জন্ম। মাত্র ছয় মাস বয়সে তার পিতার মৃত্যু হয়। মাতামহ খান বাহাদুল আজিজের পরিবারেই তার শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়। প্রথমে মাতামহ ও পরে স্বামী ডাক্তার ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদের প্রেরণায় তিনি সাহিত্য সংস্কৃতি ও সামাজসেবার প্রতি আকৃষ্ট হন। শামসুন্নাহার মাহমুদের লেখা প্রবন্ধে সমাজ-দেশপ্রেমের পরিচয় মেলে। শামসুন্নাহার মাহমুদের প্রথম কবিতা যখন 'আঙ্গুর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তখন তার বয়স খুব কম। লেডি ব্রেবোর্ন কলেজে তিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেন। শুধু শিক্ষার আলো নয়, নারী জাগরণের আলো, নারী মুক্তির আলো চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত নিয়েছিলেন তিনি।

পুরোনো সেই দিনের কথা

বাসায় থেকে লেখাপড়া করার কারণে হলের প্রতি ছিল অন্যরকম একটা আগ্রহ। আবাসিক ছাত্রীদের হলের খাবার ভালো না লাগলেও আমার দারুণ লাগতো। মনে হতো, হলের খাবার 'ইজ দ্য বেস্ট ফুড'। আবাসিক না হলেও প্রায়ই খাবারের লোভেই হলে আসতাম। হলের আবাসিক অনেক মেয়েই ছিল আমার বন্ধু। এতোদিন পরে আবার রজতজয়ন্তী উৎসবে আসতে পেরে আমার খুব ভালো লাগছে। মনে পড়ছে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। মনে হচ্ছে যেন সেই সময়ের সব আনন্দ আমি আবার অনুভব করছি।

'যাইছে তাই করা' অনুষ্ঠানে মুক্তমঞ্চে গানের তালে তালে দারুণভাবে নাচছিলেন আফরোজা বানু। টেলিভিশনে তাকে অভিনয় করতে দেখলেও তিনি যে এতোটা ভালো নাচতে পারেন তাতো জানা ছিল না। দর্শকরা এই নাচ দেখতে পারলে নিঃসন্দেহে বাহবা দিতেন। '৭৯-৮০ সেশনে তিনি এ হলে অ্যাটাচড ছিলেন। তিনি বলেন, শামসুন্নাহার হলের ছাত্রীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতার, স্বকীয়তার ছাপ রেখেছেন। মুক্তমঞ্চে পুরোনো ছাত্রীরা যাদের বয়স এখন ৪০-৫০-এর কোঠায় গানের তালে তালে এমন নেচেছেন যে, জুনিয়ররাও তেমন পারেনি। হাল আমলের গান 'ছাইয়া ছাইয়া' সঙ্গে তাদের নাচ অসাধারণ।

কেউ কেউতো মেয়ের সঙ্গেও নেচেছেন। কারণ মা-মেয়ে একই হলের ছাত্রী। এ হলের সাবেক ছাত্রী বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দর্শন' বিভাগের অধ্যাপক আজিজুন্নাহার বলেন, শামসুন্নাহার হল হচ্ছে আমার মূল বাড়ি। যখন এই হলের দরজা-জানালাও তৈরি হয়নি সেই সময়কার বাসিন্দা আমি। তাই মুক্তমঞ্চে সাবেক ছাত্রীদের 'যা খুশি তাই করার' আনন্দে অনুভব করছি একেবারে মন থেকে। এ হলের উঠোনের ধুলো-মাটির সোঁধা গন্ধ এখনো আমার শরীরে লেগে আছে। তিনি বলেন, রজতজয়ন্তী উপলক্ষে বর্তমান এবং সাবেক দুই প্রজন্মের ছাত্রীদের মধ্যে আনন্দের যে ফল্গুধারা বইছে বাতাসে কান পাতলেই সেই উচ্ছ্বাসের কলকাকলী শোনা যায়। সেই দিন এই দিনকে যেন ডেকে বলছে 'পুরোনো সেই দিনের কথা ভুলবি কিরে হায় ও সেই চোখের দেখা-প্রাণের কথা সেকি ভোলা যায়।' মনে হচ্ছে পুরোনো দিনগুলোতে ফিরে এসেছি।

নারায়ণগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক শিরিন বেগম এবং সোনালী ব্যাংকের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার সবিতা সিরাজ দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন এখানে। তারা দুজন যেন যৌবনের সেই সোনাঝরা দিনগুলোতে ফিরে এসেছেন। বললেন, অবিশ্বাস্য হলেও সত্য হয়তো আর কোনোদিন এখানে এসে যা ইচ্ছে তাই করতে পারবো না। কিন্তু বুঝতে পারছি আমাদের মনের জোয়ার মিশে যাচ্ছে নবীনদের মাঝে। প্রাইডের হালকা বেগুনি রঙের একই রকম শাড়ি পরে হাসতে হাসতে মুক্তমঞ্চে পা রাখলেন নয় বান্ধবী। কে বলবে এরা পুরানো দিনের ছাত্রী, কে বলবে এদের বয়স হয়েছে। এই নয়জনকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে, তাদের যৌবন চলে গেছে। জীবনের সজীব সময়টি তারা পার হয়ে এসেছে। যে দিনটি থেকে শামসুন্নাহার হলের যাত্রা শুরু সেদিনটি থেকেই তারা এখানে থেকেছেন। সে দিনটিকে স্মরণ করে বলেন, 'প্রথম প্রভোস্ট মেহেরুন্নেসা বলেছিলেন, ভাঙা ঘরেই আমি আমার মেয়েদের তুলে নিলাম।' ভিকারুন্নিসা নুন স্কুল থেকে একই সঙ্গে পড়ে এসেছেন তারা। রজতজয়ন্তীর উৎসবে এসে এরা প্রমাণ করলেন আনন্দের জন্য বয়স কোনো বাধা নয়। এই নয় বান্ধবী তাদের আবেগের জোয়ারে প্রাণের উচ্ছ্বাসে পুরোনো দিনগুলোতে ফিরে এসেছেন। মার্কেটিং বিভাগের ছাত্রী এবং বর্তমানে শামসুন্নাহার হলের আবাসিক ছাত্রী পপি বলেন, নবীন ও প্রবীণের মিলিত এ প্রয়াস সত্যিই আনন্দের। এ আনন্দকে কথা বলে প্রকাশ করা যায় না। আবেগ দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। সাবেক ছাত্রী বোনদের মনেই হচ্ছে না যে তারা এখান থেকে চলে গেছেন।

☐ সুলতানা রহমান পুতুল

☐ শরিফা সুলতানা মুন্নি